যুগান্তর

তারিখ 06 MAY 2016
পৃষ্ঠা 2 কলাম 6

রাবি শিক্ষক হত্যা : স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মারকলিপি

শিক্ষক নেতাদের দাবির মুখে ১৪ মে রাবিতে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক এএফএম রেজাউল করিম সিদ্দিকীর হত্যার বিচার দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছেন বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ফেডারেশনের নেতারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে শিক্ষকদের ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ স্মারকলিপি দেয়। শিক্ষক নেতাদের দাবির মুখে আগামী ১৪ মে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

স্মারকলিপি প্রদানের বিষয়ে ফেডারেশনের সভাপতি অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ যুগান্তরকে বলেন, ২০০০ সাল থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষক হত্যার ঘটনা ঘটলেও তার বিচার হয়নি। এসব হত্যাকাণ্ডের বিচারে দৃশ্যমান কোনো অগ্রগতিও নেই। ফলে শিক্ষকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। আমরা এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করেছি। আগামী ১৪ মে (সম্ভাব্য তারিখ) স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন। অধ্যাপক ফরিদ বলেন, আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছি যে, এ ধরনের হত্যাকাণ্ডের বিচার দ্রুত বিচার আইনে করতে হবে। পাশাপাশি ঘটনাসমূহের সঙ্গে চিহ্নিত করে দ্রুততার সঙ্গে আইনের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পুলিশি নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। ফেডারেশনের মহাসচিব অধ্যাপক মাকসুদ কামাল যুগান্তরকে বলেন, স্মারকলিপিতে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গণমাধ্যমে সতর্কতার সঙ্গে বক্তব্য দেয়ার আহ্বান জানানো হয়। যেসব বক্তব্য জনগণের মধ্যে আস্থাহীনতার সৃষ্টি করে এবং জঙ্গিবাদকে উৎসাহিত করে, তা পরিহার করার জন্য স্মারকলিপিতে পরামর্শ দেয়া হয়। রাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহ্ আজম যুগান্তরকে জানান, টানা ১৩ দিনের আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে। এ সংক্রান্ত খবর প্রতিদিন বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ায় প্রচার ও প্রকাশ হচ্ছে।

রাবিতে ছুটিতেও থেমে নেই আন্দোলন : রাজশাহী ব্যুরো ও রাবি প্রতিনিধি জানান, অধ্যাপক রেজাউল হত্যার বিচার দাবিতে ছুটির দিনেও কর্মসূচি পালন করেছে শিক্ষার্থীরা। হত্যাকাণ্ডের ১৩তম দিন বৃহস্পতিবার শবে মেরাজের ছুটির মধ্যেও প্রিয় শিক্ষকের ঘাতকদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তারা।